79

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1-MAY 19[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২

এইচএসসি □ সরজমিন কুমিল্লা বোর্ডের নানা কেন্দ্রে

পরীক্ষা হচ্ছে ফ্রি স্টাইলে □ শিক্ষকরা চুপচাপ পুলিশ নকলবাহক □ নকলবাজদেরই জয়

রাশেদ আহমেদ ।। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফ্রি স্টাইলে। এ যেন নকল করার মহা উৎসব। অধিকাংশ কেন্দ্রেই পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে মনে হয়নি। কুমিল্লা বোর্ডের কর্মকর্তারা পরীক্ষার এই ভয়াবহ অবস্থার কথা স্বীকার করে বলেছেন, শিক্ষক ও অভিভাবকরা যৌথভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে সামাজিক অবক্ষয়ই দায়ী।

গতকাল শনিবার কুমিল্লা বোর্ডের ৮/৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র সরজমিনে পরিদর্শন করে এই ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে। অধিকাংশ কেন্দ্রেই ছিল গণটোকাটুকির খোলাখুলি ব্যবস্থা। চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ, চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, সিওরা সরকারি কলেজ ও ফেনী সরকারি কলেজ কেন্দ্রে পরিস্থিতি ছিল হতবাক করার মতো। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই যেন নকল করার এক উৎসব শুরু হয়ে যায়। মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের এই উৎসবে কোন বাধা দেখা যায়নি। আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশকে নকল আনা-নেয়ার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে ১০/২০ টাকার বিনিময়ে। পরীক্ষার্থীর অভিভাবক ও ভাইবোনদের নকল সরবরাহে উৎসাহের কোন কমতি দেখা যায়নি। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা ছিলেন নীরব।

গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে ছিল ৬ জন সাংবাদিকের একটি টিম। সাথে ছিলেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ২ জন কর্মকর্তা। বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জহিরুল করিম ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহবুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এ অবস্থা সম্পর্কে বলেন, একমাত্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাড়া প্রায় সব কেন্দ্রেই একইভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। তবে এজন্যে তিনি সামাজিক অবক্ষয়কে দায়ী করেন। এটাকে পরীক্ষা বলা যায় কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, পরীক্ষা না বলে উপায় কোথায়? তারা আরো বলেন, সব দায়দায়িত্ব বোর্ডের নয়; শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিক ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর দায়িত্ব রয়েছে সুষ্ঠু পরীক্ষা নেয়ার জন্যে।

গতবছর এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ ও চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র থেকে ৮ বস্তা নকল উদ্ধার করেন। অবাধ নকল ও চরম অব্যবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে কেন্দ্র দু'টি বাতিল করে দেন। চলতি বছর কোন নকল হবে না- এ অঙ্গীকারনামা দিয়ে কলেজ দু'টির ম্যানেজিং কমিটি কেন্দ্র আবার চালু করান। কিন্তু এবছর নকলের কোন কমতি দেখা যায়নি।

চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজে পরীক্ষা চলার সময় ২শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকলেও তার কোন কার্যকারিতা ছিল না। দেখা গেছে, কেন্দ্রের ভেতরে পরীক্ষার্থীদের লিখতে জানালার পাশে দাঁড়িয়েই বহিরাগতরা সহায়তা করছে। দোতলা-তিনতলায় 'সানশেড'-এ দাঁড়িয়ে উত্তর বলে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকরা মুখ ঘুরিয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে সতর্ক করে দেন বেশি চেঁচামেচি যেন না হয়।

অবাক করার আরো দৃশ্য হচ্ছেঃ বড় বিল্ডিংয়ের দোতলায় সানসেটে দাঁড়িয়ে একজন কলেজ লাইব্রেরি প্যারাগ্রাফটির উত্তর তার এইচএসসি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

এইচএসসি ঃ সরেজমিন কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার্থীকে বলে দেয়ার সময় হঠাৎ করে কাগজটি হাত থেকে পড়ে যায়। তখন ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন পরিদর্শক টিমের একজন। নকল সরবরাহকারী ঐ যুবকের একটুও দ্বিধা হয়নি 'এই কাগজটি তুলে দেন তো' পরিদর্শককে এ কথা বলতে।

পরিদর্শক টিম কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই শিক্ষকরা হলে হলে পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেন এই বলে, 'বাবারা বোর্ডের লোক এসেছে তোমরা নকলগুলো লুকিয়ে রাখো'। হলের ভেতর ঢুকে দেখা গেছে, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীরই লেখা বন্ধ- নকল লুকিয়ে রাখায় কেউ লিখতে পারছিল না।

চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুর রহিম ফ্রি স্টাইলের এই নকল সম্পর্কে বলেন, করার কিছুই নেই। আমার জীবনের নিরাপত্তা দেবে কে? পুলিশ প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ করা কেন্দ্র বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এখনো বেতনের সরকারি অনুদান বন্ধ রয়েছে।

ফেনী সরকারি কলেজের চিত্র ভয়াবহ। সেখানে উত্তর লেখা হচ্ছে নকল খাতার উপর রেখে। কেন্দ্রের ভেতরেই বহিরাগতদের নকল সরবরাহে অবাধ যাতায়াত। কেউ বাধা দিচ্ছেন না। বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও তারা কোন তোয়াক্কা করে না।

কুমিল্লা সরকারি কলেজে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পরই প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসে। তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে বই কেটে ভেতরে পাঠাতে। সাজেশন বই থেকে হরদম কাটা পড়তে থাকে 'এ জার্নি বাই ট্রেন' রচনাটি। শহরের মধ্যেই এ কলেজ অবস্থিত বলে ফটোস্ট্যাট মেশিনের চাহিদা বেড়ে যায় নকল সরবরাহ করতে।

নিমসার জুনাব আলী কলেজে অরক্ষিত ছিল কেন্দ্রের ভেতর। এখানে কিছু টোকাই নিয়োজিত ছিল নকল সরবরাহে। ৫ টাকা দিলেই তারা নকল নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়। এ কেন্দ্রের দোকানিরা জানান, পরীক্ষা এলে তাদের সাদা কাগজ ও কার্বন কপি বিক্রি বেড়ে যায়। কারণ এখানে ফটোস্ট্যাট মেশিনের ব্যবস্থা নেই। তবে একমাত্র ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। এখানে নকলপ্রবণতা ছিল না বললেই চলে। শিক্ষকরা ছিলেন কঠোর। বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, এই কেন্দ্র অনেকদিন ধরে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে।